এক নজরে

ড্রাগন ফল চাষের পদ্ধতি

খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন দপ্তর

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বেনফিস টাওয়ার,

জি.এন-ব্লক, ফোর্থ - ফ্লোর

সল্টলেক সিটি, সেক্টর - ফাইভ

কলকাতা — ৭০০০৯১

পশ্চিমবঙ্গে নতুন অর্থকরী চাষ যোগ্য ফলের মধ্যে ড্রাগন ফল বাজারে ক্রমশঃ জনপ্রিয় হচ্ছে। এটি একটি ক্যাকটাস গোত্রের গাছ। বিশেষজ্ঞদের মতে ক্যানসার প্রতিরোধে এবং ডায়বেটিক রোগীদের জন্য এটি একটি অতি উত্তম স্বাস্থ্যকর ফল।

প্রধানত তিন ধরনের ড্রাগন ফল দেখা যায় ঃ-

- লালশাঁস-লাল ফল
  (Hylocereus polyrizhus)
- সাদা শাঁস-লাল ফল
  (Hylocere usundatus)
- সাদা শাঁস-হলুদ ফল
  (Hylocereu smegalanthus)

বাজারে লালশাঁস যুক্ত ড্রাগন ফলের প্রচুর চাহিদা রয়েছে এবং এগুলি চাষ করে ভালো দাম (২০০ - ৩০০ প্রতি কেজি টাকা) পাওয়া যায়।

চারা তৈরি ঃ বীজের চারায় মাতৃ গাছের সব গুন থাকে না। সেজন্য কাটিং থেকে তৈরী চারাই বেশি ভালো। কাটিং-এর চারায় দেড় বছরের মধ্যে ফল ধরে। ডাল কাটার পর কার্বেনডাজিম বা ম্যানকোজেব প্রতি লিটার ২ - ৩ গ্রাম মিশিয়ে ডালের কাটা অংশে লাগিয়ে ২ - ৫ মিনিট শুকিয়ে নিতে হবে।

চারা তৈরির পলিব্যাগ ঃ ১:১ অনুপাতে বেলে দো-আঁশ মাটি ও জৈবসার মিশিয়ে তারপর ১ ইঞ্চি খালি রেখে পলিব্যাগে মিশ্রণ ভরতে হবে। এরপর কাটিং চারা পলিব্যাগের মাটিতে ১.৫-২ ইঞ্চি গভীরে পুঁতে দিয়ে ভালো ভাবে মাটি চাপা দিতে হবে।

জমি তৈরি ঃ চারা রোপণের ২৫ থেকে ৩০ দিন আগে ৩ মিটার অন্তর ৭৫ সেমি X ৭৫ সেমি X ৭৫ সেমি গর্ত করতে হবে। প্রতি গর্তে ২৫ কেজি জৈবসার, ৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৩০০ গ্রাম মিউরিয়েট অব পটাশ এবং ১০ গ্রাম হারে জিপসাম, জিঙ্ক সালফেট ও বোরাক্স মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে।

চারা রোপণের সময় ঃ সারা বছর ধরে চারা লাগানো যেতে পারে। তবে এপ্রিল-সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সময় হল চারা রোপণের জন্য আর্দশ।

গাছ ছাঁটাই ঃ ফল তোলার পর প্রতিটি গাছে ৪০ - ৫০ টি শাখার ১/২ টি প্রশাখা রেখে বাকি ছেঁটে ফেলতে হবে, শাখা কাটার পর ব্লাইটক্স, ডাইথেন এম - ৪৫ প্রভৃতি কাটা অংশে লাগাতে ও স্প্রে করতে হবে।

সেচ ঃ ড্রাগন ফলের গাছে তেমন সেচ লাগেনা। তবে মাটির রসের অবস্থা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সেচ অবশ্যই দিতে হবে।

ফসল ঃ ১২ - ১৮ মাসের মধ্যে গাছে ফল ধরে। এক বছরের একটি গাছ থেকে গড়ে ৫ - ২০ টি ফল পাওয়া যায়। আর একটি পূর্ণবয়স্ক গাছ থেকে গড়ে ২৫ - ১০০ টি ফল পাওয়া যেতে পারে। একবার গাছ লাগালে ২০ - ৪০ বছর পর্যন্ত ফল পাওয়া যেতে পারে। এরকম ১ বিঘা জমি থেকে প্রতি বছরে ২.৬ - ৪.০ টন ফলন পাওয়া যায়।

রোগ-পোকার আক্রমণ ও নিয়ন্ত্রণ ঃ গাছে ও ফলে খুব বেশি রোগ-পোকার আক্রমণ হতে দেখা যায়না। তবে অনেক সময় কান্ড ও গোড়ায় পচা রোগ হতে দেখা যায়।

- **কান্ড ও গোড়া পচা রোগ ঃ** ছত্রাক বা ব্যাকটিরিয়া দ্বারা এই রোগ হতে থাকে। আক্রান্ত গাছের কান্ড প্রথমে হলুদ ও পরে কালো রং ধরে, পরবর্তীতে ঐ স্থানে পচন শুরু হয় এবং তা বাড়তে থাকে।

প্রতিকার ঃ আক্রান্ত অংশ কেটে পুড়িয়ে বা মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। পরে প্রতি লিটার জলে কার্বেনডাজিম ১.৫ গ্রাম বা কপার অক্সি-ক্লোরাইড ৪ গ্রাম ভালো ভাবে স্প্রে করতে হবে।

- **বাদামি দাগ ঃ** আক্রান্ত গাছের ডগা আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়। সময়মত রোগ দমন না করলে গাছ শুকিয়ে মারা যায়।

প্রতিকার ঃ কান্ডপচা রোগের মতো ড্রাগন ফল গাছে অনেক সময় জাব পোকা ও দয়ে পোকা আক্রমণ করে থাকে। জাব পোকার বাচ্চা বা পূর্ণ পোকা গাছের কচি শাখায় রস চুষে খায়। ফলে আক্রান্ত শাখা ও ডগার রং ফ্যাকাসে হয়ে যায়, বৃদ্ধি ও ফলন কমে যায়। এই পোকারা শাখার ওপর আঠালো রসের মতো মল ত্যাগ করায় শুটি মোল্ড নামক ছত্রাক রোগের সৃষ্টি হয়। ইমিডাক্লোরোপিড প্রতি লিটার জলে ০.৫ মিলি ভালো ভাবে মিশিয়ে প্রয়োগ করলে উপকার পাওয়া যায়

ড্রাগন ফল চাষের আয়-ব্যয়ের হিসাব

জমির পরিমাণ ঃ ৫০০ বর্গ মিটার

প্রথমবছর ঃ

১.	জমি তৈরির খরচ @২৩৭ টাকা/শ্রম দিবস (৫টি শ্রম দিবস দিবস)	১,১৮৫ টাকা
২.	সিমেন্টের পিলার বসানোর জন্য গর্ত খোঁড়ার খরচ ২৩৭ টাকা/ শ্রম দিবস (১০ টি শ্রম দিবস)	২,৩৭০ টাকা
৩.	পিলার বসানোর খরচ @২৩৭ টাকা/শ্রমদিবস (১০ টি শ্রমদিবস)	২,৩৭০ টাকা
৪.	চারা লাগানোর গর্ত খোঁড়া ও সার প্রয়োগের খরচ @২৩৭ টাকা/শ্রম দিবস (১০ টি শ্রম দিবস)	২,৩৭০ টাকা
৫.	চারা লাগানোরখরচ @২৩৭ টাকা/শ্রমদিবস (৮ টি শ্রমদিবস)	১,৮৯৬ টাকা
৬.	অন্তর্বর্তী পরিচর্যা সেচ ও শস্য সুরক্ষার খরচ @২৩৭ টাকা/শ্রম দিবস (৫০ টি শ্রম দিবস)	১১,৮৫০ টাকা
	মোট ৯৩ টি শ্রমদিবস	**২২,০৪১ টাকা**
৭.	চারার খরচ (৪৪০ টি) @৪০ টাকা/প্রতিটি (১০% মর্টালিটি হিসাবে)	১৭,৬০০ টাকা
৮.	কেঁচোসার (৪০০ কেজি) @ ৯ টাকা/কেজি	৩,৬০০ টাকা
৯.	নিমখোল (২০ কেজি) @ ৭০ টাকা/কেজি	১,৪০০ টাকা
১০.	রাসায়নিক সার	১,০০০ টাকা
১১.	শস্য সুরক্ষা	২,০০০ টাকা
১২.	লোহার ফ্রেমসহ সিমেন্টের পিলার (১০০টি) @ ৬০০ টাকা/পিলার	৬০,০০০ টাকা
১৩.	সাইকেলের পুরানো টায়ার (১০০ টি) @ ২৫ টাকা/প্রতিটি	২,৫০০ টাকা
১৪.	সিমেন্ট, বালি ইত্যাদি	১,০০০ টাকা
১৫.	অন্যান্য	২,০০০ টাকা
	মোট খরচ	**১,১৩,১৪১ টাকা**

দ্বিতীয়বছর ঃ

১.	সাইকেলের পুরানো টায়ার (১০০টি) @ ২৫ টাকা/প্রতিটি	২,৫০০ টাকা
২.	জৈব সার (৪০০ কেজি) @ ৯ টাকা/কেজি	৩,৬০০ টাকা
৩.	জৈব শস্য সুরক্ষা	২,০০০ টাকা
৪.	শ্রমদিবস (২৫টি) @ ২৩৭ টাকা/শ্রমদিবস	৫,৯২৫ টাকা
	মোট খরচ	**১৪,০২৫ টাকা**

তৃতীয়বছর ঃ

১.	জৈব সার (৪০০ কেজি) @ ১০ টাকা/কেজি	৪,০০০ টাকা
২.	জৈব শস্য সুরক্ষা	২,০০০ টাকা
৩.	শ্রমদিবস (২৫টি) @ ২৩৭ টাকা/শ্রমদিবস	৫,৯২৫ টাকা
	মোট খরচ	**১১,৯২৫ টাকা**

প্রতি বছর আয় ও ব্যয় ঃ

বছর	চাষের খরচ	সম্ভাব্য উৎপাদন	প্রত্যাশিত আয় ১৫০ টাকা/কেজি
প্রথম	১, ১৩, ১৪১ টাকা	—	—
দ্বিতীয়	১৪,০২৫ টাকা	২৫০ কেজি	৩৭,৫০০ টাকা
তৃতীয়	১১,৯২৫ টাকা	৩৫০ কেজি	৫২,৫০০ টাকা
চতুর্থ	১১,৯২৫ টাকা	৪০০ কেজি	৬০,০০০ টাকা
পঞ্চম	১১,৯২৫ টাকা	৪০০ কেজি	৬০,০০০ টাকা

Printed at Saraswaty Press Ltd.